আজকের কাগজ
তারিখ ...10 OCT 1992...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...৩...

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি

আমি এখন নবম শ্রেণীর ছাত্র। মাধ্যমিক পরীক্ষা দেব ১৯৯৪ সালে। আশঙ্কায় আছি কোন পদ্ধতিতে পরীক্ষা দেব। অর্ধেক নৈর্ব্যক্তিক, অর্ধেক রচনামূলক নাকি পুরো রচনামূলক! কেননা নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের বরকতে বেরিয়ে আসা কৃতী ছাত্র-ছাত্রী (যাঁদের কেউ কেউ শুদ্ধ উচ্চারণ) তো দূরের কথা, সঠিক বাক্যগঠনে কথা বলতে পারেননি) থেকে-শুরু শিক্ষকমণ্ডলী এবং শিক্ষাবিদরাও যেভাবে একাট্টা হয়ে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালা এবং টাস্কফোর্সের গাইডকে মেধা মানের অবনয়নের জন্যে দায়ী করেছেন, তাতে বোধ হচ্ছে যে, হয় টাস্ক-ফোর্সের গাইড থাকবে না,-নয়ত থাকবে না নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি। বাংলাদেশ টেলিভিশনের আলোচনা কিংবা খবরের কাগজের মতামত-সব জায়গায় দেখলামঃ মতামত দিচ্ছেন শ্রদ্ধেয় বোর্ড কর্মকর্তারা, শিক্ষক ও শিক্ষাবিদরা এবং প্রাক্তন ছাত্ররা (তাঁরা তো মতামত দেবেনই, কারণ শিক্ষা বিষয়ে তাঁদের মতো জ্ঞান আর কার আছে!); কিন্তু দেশের নিয়ত পরিবর্তনশীল, পাঠ্যক্রমে যাঁরা গিনিপিগ— সেই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ঘুরে অধ্যয়নরত (ভর্তিপ্রার্থী নয়) ছাত্রদের মতামত শুনলে তাদের ভাবনাও দেশবাসী জানতে পারতেন!

ধন্যবাদ বোর্ড মুখপাত্র, বিশেষ করে জনাব শাহজাহান তপনকে, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার ভালো দিকগুলো তুলে ধরতে পারায়। ধন্যবাদ অন্যান্য আলোচকদের যাঁরা নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতির বিভিন্ন সমস্যাকে লাইম লাইটে নিয়ে এসেছেন। কেউ কেউ প্রশ্নব্যাংকের ভুলত্রুটি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন অন্যান্য সমস্যা নিয়ে। তাঁদেরকেও আন্তরিক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ শিক্ষাবিদ প্রফেসর মোহাম্মদ আসাদুজ্জামানকেও, যিনি 'আজকের কাগজ'-এর ২২/০৯/৯২ সংখ্যায় তাঁর জ্ঞানগর্ভ অভিমত "প্রচলিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার প্রসঙ্গে"-তে, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা-পদ্ধতির যেসব ভুল চিহ্নিত করেছেন, তার প্রথমটি হলঃ অত্যধিক তাড়াহুড়ো করে প্রশ্নব্যাংক তৈরি এবং ব্যবসায়ী কর্তৃক তা লুফে নিয়ে ত্রুটিপূর্ণভাবে মুদ্রণ ও বিক্রি। কিন্তু তাঁর একটি বক্তব্যের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারলাম না, সেটি হলো, তিনি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্রে সম্ভাব্য চারটি উত্তর সংযোজনকে একটি ভুল বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু স্যার, দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কারণে শিক্ষাব্যবস্থাও এমন, যে ভৌতিকভক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া খুব একটা ভালো শিক্ষা লাভ সম্ভব নয়। তাই শিক্ষামানের বিভিন্নতা প্রকট। বিজ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (সম্ভাব্য চারটি উত্তর না দিয়ে) যদি প্রশ্ন করা হয় 'সিলিকন কি?'— তাহলে কেউ উত্তর দেবে— "একটি মৌলিক পদার্থ"; আবার কেউ দেবে সিলকন একটি মৌলিক পদার্থ, যা ভূ-পৃষ্ঠে পাওয়া যায়। এর পরমাণু তড়িৎযোজী বন্ধনে যৌগ গঠন করে।" তাহলে উত্তর আর নৈর্ব্যক্তিক থাকলো কই! মানের এই বিভিন্নতা অনেকাংশে কমিয়েছে সম্ভাব্য চারটি উত্তর।

আইডিয়াল কলেজের শ্রদ্ধেয়া শিক্ষিকা জীনাত ইমতিয়াজ আলীর প্রবন্ধ "টাস্ক ফোর্সের পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ জাতিকে মেধাশূন্য করারই ষড়যন্ত্র" 'আজকের কাগজ'-এর ২২-০৯-৯২ সংখ্যায় পড়লাম। তিনি লিখেছেন "অংকে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার সঠিক উত্তর দিলে পুরো অংকটিই তো করতে হয়। কেননা অংক না করে তো এর ফল জানা সম্ভব নয়। আর বাংলা ও ইংরেজি তো রীতিমত সৃষ্টিশীল বিষয় শুদ্ধভাবে এই দুই ভাষা লিখতে জানার সঙ্গে এর সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর।......। মুখস্ত লিখতে হলেও বানান জানতে হয়। বাংলা ভাষার চর্চা করতে গিয়ে সাধু-চলিতের মিশ্রণ ঘটালে চলে না। মাতৃভাষা বলতে এখন যাঁরা মামার বাড়ির ভাষা বোঝেন, তাঁদের জন্যে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াও দুরূহ, কিন্তু টাস্কফোর্স আমাদের সে ঝামেলা থেকে মুক্তিদানে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছেন।"

দেখুন, অংকের অবজেকটিভ প্রশ্ন বহু দিন আগেই উঠে গেছে। আর বাংলা-ইংরেজিতে হাতের লেখা ও বানান দেখার জন্যেই কিন্তু ৫০% রচনামূলক প্রশ্ন রয়ে গেছে। এর মাধ্যমে সৃষ্টিশীলতা ও পরীক্ষিত হবে। বরং আগে যেখানে নম্বর ও মিনিট (সময়)-এর অনুপাত ছিলো ১০০ ঃ ১৮০ বা ৫ঃ৯. সেখানে বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতিতে অনুপাতটি হলো ৫০ঃ ১৩০ বা ৫ঃ ১৩। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা মেধা প্রক্ষেপণের সুযোগ বেশি পাচ্ছে। কাজেই বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের তত্ত্বীয় জ্ঞান নির্ণীত হচ্ছে না, এ অভিযোগ সত্য নয়। অধ্যাপিকা আরো লিখেছেন— "আমাদের কোনো কিছু না থাকলেও শিক্ষার একটা অহঙ্কার ছিলো। বাঙালীর সৃষ্টিশীলতার প্রমাণও এ জাতি অতীতে অঙ্কিত করেছে। সেই টোল ও চতুষ্পাঠী থেকে যে ইতিহাসের শুরু হয়েছে, তাকে এভাবে ভেঙে ফেললে, উৎপাটন করলে আমাদের সামনে গভীর শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।" তাঁর মত শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছেই শুনেছি, 'যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে,/সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি, তারে/যে জাতি জীবনহারা, অচল, অসাড়/পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।' জীবন মানেই গতি। জীবনের স্বার্থেই নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি আনয়নের মতো কল্যাণকর পরিবর্তনকে মেনে নিতে হবে। টোল আর চতুষ্পাঠীর আদর্শের শিক্ষা ব্যবস্থা কি এখনও যুগোপযোগী? এই শিক্ষা ব্যবস্থা সৃষ্টিশীল ছিলো, তাই বা বলি কি করে? যদি তাই হতো, তবে আমাদের জাতীয় সৃষ্টিশীলতার ইতিহাসের দুই কর্ণধার রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল স্কুল পালাতেন না, সুকান্তও এন্ট্রান্স ফেল করতেন না।

অনেকেই বলছেন টাস্ক ফোর্সের গাইড উঠিয়ে দিতে। কথাটা হয়তো কোনো কোনো শহরে শিক্ষক, অভিভাবক এবং ছাত্রের নিজস্ব পরিমন্ডলে ঠিক। কিন্তু, We have to care for those students who live in villages and read in an ordinary school. যেখানে তৃতীয় শ্রেণীতে একটি ছেলে সারাবছর ধরে শেখে-'আমি হই একটি বালক-I am a boy, সপ্তম শ্রেণীতে শেখে 'How to make a diary,' তাকে যদি মাধ্যমিক স্তরে প্রশ্নব্যাংক না দিয়েই প্রশ্ন করা হয়- "What did tareqe eat instead of suake in the french Resturant?" তাহলে উত্তরে 'Pizza' লেখা বা দাগানোর মতো ছাত্র যে কতজন পাওয়া যাবে, সেটা সবাই জানেন। প্রশ্নব্যাংক ছাড়া ছাত্রকুল হবে প্রশান্ত মহাসাগরে ছেড়ে দেয়া সাঁতার না জানা মানুষ— যাদের 'অকৃতকার্যতা' নামের সলিল সমাধি ঘটবে। তাই, বোর্ডের প্রতি অনুরোধ, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নব্যাংকে প্রশ্ন ২০০ বা ৩০০ বাড়ুক, কিন্তু সীমাবদ্ধতা যেন থাকে। সীমাবদ্ধতার সীমা বাড়াতে বাড়াতে একদিন নিশ্চয়ই উঠে যাবে এ সীমাবদ্ধতা— ছাত্রদের বিপদে ফেলে তো জাতির কোনো লাভ হবে না!

পরিশেষে বোর্ডের প্রতি অনুরোধ, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের নির্ধারিত সংখ্যা যদি বাড়ানো হয়, তবে বাড়তি প্রশ্নগুলো যেন আলাদাভাবে ছাপানো হয় এবং মূল্য সুলভ হয়, তাতে আমরা যারা আগেই ৫০০ প্রশ্নের নৈর্ব্যক্তিক গাইড কিনেছি, তারা বাড়তি প্রশ্ন আলাদাভাবে কিনে অর্থের অপচয় রোধ করতে পারি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রইলাম।

খন্দকার স্বপন শাহরিয়ার,
শিক্ষার্থী,
ন্যাশনাল ব্যাংক পাবলিক স্কুল।